অনুপলব্ধি

ন্যায়-বৈশেষিক মতে অভাব একপ্রকার পদার্থ, সৎ অতিরিক্ত এর বস্তুর অস্তিত্ব আছে। ভাবপদার্থের যেমন অস্তিত্ব আছে, অভাব পদার্থেরও তেমনি বিদ্যমানতা আছে। কিন্তু প্রাভাকর মীমাংসকরা অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন না, তাঁরা বলেন অভাব অধিকরণস্বরূপ, ভূতলে যে ঘটাভাবের জ্ঞান হয় তাই অভাব ভূতল-স্বরূপ অর্থাৎ ভূতল। কিন্তু ~~ন্যায় দর্শন~~ নৈয়ায়িক অভাবকে অধিকরণ অতিরিক্ত বিষয় বলে বিবেচনা করেন। নৈয়ায়িক প্রাভাকর মীমাংসকদের প্রতিবাদে বলেন অভাব অধিকরণমাত্র নয়, অধিকরণের অতিরিক্ত এবং ইহা অধিকরণের বিশেষণ, যেমন ঘটাভাববৎ ভূতলে ভূতল হল অধিকরণ এবং ঘটাভাব ভূতলের বিশেষণ, ভাট্টমীমাংসকেরা নৈয়ায়িকের মত অভাবের পৃথক পদার্থত্ব স্বীকার করেন, তৎসত্ত্বেও নৈয়ায়িক ও ভাট্টমীমাংসকের মধ্যে অভাবের জ্ঞানলাভ বিষয়ে মতবিরোধ আছে।

এই মতবিরোধ অনুপলব্ধি প্রসঙ্গে, নৈয়ায়িক ও ভাট্টমীমাংসক উভয়েই অভাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপলব্ধির ভূমিকা স্বীকার করেন, ন্যায়মতে অবশ্য অনুপলব্ধি কোন পৃথক প্রমাণ নয়, কিন্তু ভাট্টমতে ইহা একটি পৃথক প্রমাণ,

ন্যায় ও ভাট্টমীমাংসক উভয়েই বলেন যে, অভাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অনুপলব্ধির প্রয়োজন তা হবে যোগ্যানুপলব্ধি। সুতরাং প্রশ্ন হয় যোগ্যানুপলব্ধি কী? 'অনুপলব্ধি' কথাটির অর্থ

-হলে উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষের অভাব, কোন পদার্থ আদৌ উপলব্ধির যোগ্য নয় বলে অনুপলব্ধি হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কোন পদার্থ উপলব্ধির যোগ্য হলেও তার উপলব্ধি হয় না, এই দ্বিতীয় প্রকার উপলব্ধির অভাবকেই যোগ্য বিষয়ের অনুপলব্ধি বা যোগ্যানুপলব্ধি বলে। ভাট্টমতে এই যোগ্যানুপলব্ধি-ই অনুপলব্ধির প্রমাণ। ন্যায়মতে যদি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় যথাযথ কাজ করে এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জন্য অন্যান্য কারণগুলি যথা উপযুক্ত আলো, আত্মা-মন সন্নিকর্ষ, মন-ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ প্রভৃতি উপস্থিত থাকে যেখানে, যদি ঘট থাকে তাহলে প্রত্যক্ষের দ্বারা অবশ্যই ঘটের উপলব্ধি হয়। ঘট উপলব্ধির যোগ্য, এই ঘট উপস্থিত না থাকলে ঐ কারণসমূহ থাকলেও ঘটের উপলব্ধি হয় না, এই অনুপলব্ধিই যোগ্যানুপলব্ধি, কিন্তু উল্লিখিত প্রয়োজনীয় কারণগুলি থাকা সত্ত্বেও মনে ভুলে ঘটের অভাব বিষয়ে আমার জ্ঞান নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে আমি শুধু ভূতলকেই দেখছি, আমার কোন ঘটের অভাবের জ্ঞান আমার হচ্ছে না। →

→ ঘটাভাবের জ্ঞান হবার জন্য 'আমি যে ঘট দেখছি না' এই জ্ঞানও আমার হওয়া প্রয়োজন, শুধু তাই নয়, আমাকে এইভাবে চিন্তা করতে হবে: 'যদি এখানে ঘট থাকত, তাহলে আমি তা এখন দেখতে পেতাম, যখন তা দেখা যাচ্ছে না, তখন এখানে ঘট নেই', এরূপ চিন্তা যার পারিভাষিক নাম তর্ক ব্যতীত ঘটের অভাববিষয়ক যথার্থ জ্ঞান

হওয়া সম্ভব নয়। এখানে একটি কথা অবশ্যই বলার উচিত 'ভূতলে ঘট প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না' — মাত্র এই কারণেই সেখানে ঘটের অভাব বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না, এই অপ্রত্যক্ষটি বা অনুপলব্ধিটি 'যোগ্য' হওয়া চাই। বস্তুটি ও বস্তুটির সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ছাড়া ঐ বস্তুর প্রত্যক্ষের অন্যান্য সকল কারণ যেখানে বিদ্যমান থাকে, সেখানেই শুধু বলা যায়, 'যদি বস্তুটি থাকত তাহলে তার প্রত্যক্ষ হত', (অর্থাৎ দিবালোকে ভূতলে ঘট প্রত্যক্ষ না করেই বলতে পারা যায় যদি ঘটটি থাকত তাহলে আমি তা প্রত্যক্ষ করতাম, এখানে ঘট ও ঘটের সঙ্গে চোখের সন্নিকর্ষ ছাড়া প্রত্যক্ষের অন্যান্য কারণ যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা, আলোক সংযোগাদি বর্তমান।) যদি ইন্দ্রিয়গত কোন ত্রুটির জন্য প্রত্যক্ষ না হয় (অন্ধের ক্ষেত্রে) অথবা উপযুক্ত আলোক না থাকে, তবে সেই অপ্রত্যক্ষ 'যোগ্য' নয়।

অন্নংভট্ট দীপিকাতে যেরূপ অনুপলব্ধিকে যোগ্য বলেছেন তা হল যা আলোচ্য অভাবের প্রতিযোগীর বিরোধী। এখানে 'বিরোধী' অর্থ বুঝতে হবে যে উক্ত উপলব্ধিটি একটি তর্কের বিষয়ীভূত হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তর্কটি উপরিউক্ত হয়েছে। যোগ্যানুপলব্ধির এই স্বরূপ অর্থাৎ 'যোগ্যতা' নৈয়ায়িক, মীমাংসক ও বেদান্তীমত সম্মত। দীপিকায় যোগ্যানুপলব্ধির লক্ষণ বলা হয়েছে - তর্কিতপ্রতিযোগিসত্ত্ববিরোধ্যনুপলব্ধেঃ অধিকৃতে ন ইন্দ্রিয়েণ অর্থাৎ যে স্থলে

অভাবের প্রতিযোগিসত্ত্বার আপাদনের (নিবারণের) দ্বারা অনুপলব্ধির প্রতিযোগীর উপলব্ধির আপাদনরূপ তর্ক করা হয়, যার প্রতিযোগী সেই তর্কের বিষয়ীভূত হয়েছে সেই অনুপলব্ধিই যোগ্যানুপলব্ধি।

নৈয়ায়িক অবশ্য বলেন অভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণই স্বীকার্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অভাব গ্রহণ সম্ভব হলে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করা অনুচিত। নৈয়ায়িকেরা যোগ্যানুপলব্ধিকে অভাবের অনুভবের কারণ বলে স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন অভাব প্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধির সহকারিতা স্বীকার করলেও ইন্দ্রিয়কে ~~অর্থাৎ চক্ষুকে~~ করণ মানতেই হবে। ভূতলের ঘটাভাবের জ্ঞানে চক্ষুকে করণ বলে স্বীকার না করলে কেবল অনুপলব্ধি-র প্রমাণত্বে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারে না, অর্থাৎ কেবল অনুপলব্ধি করণরূপে অভাবগ্রাহক হতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও যোগ্যানুপলব্ধি ~~এই~~ উভয়ের অভাবগ্রহণের পূর্ববর্তী হওয়ায় কারণ। এই উভয়ের মধ্যে কোনটি করণ হবে তাই বিচার্য। ভাট্টমীমাংসক বলেছেন এক্ষেত্রে অনুপলব্ধি করণ এবং ইন্দ্রিয় সহকারী কারণ। নৈয়ায়িক বলেন ইন্দ্রিয় হল করণ এবং অনুপলব্ধি সহকারী কারণ। যেমন ঘট প্রত্যক্ষে আলোক সহকারী কারণ কিন্তু চক্ষু করণ অর্থাৎ আলোক যেমন চক্ষুর সহায়ক তেমনি অভাব প্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধি চক্ষুর সহকারী কারণ।

নৈয়ায়িক নিজপক্ষ সমর্থনে যুক্তি

প্রদর্শন করেন যে, ইন্দ্রিয়ের করণত্ব সিদ্ধ। যা অর্থসম্মত তার দ্বারা সামঞ্জস্য সিদ্ধ হলে অতিরিক্ত কল্পনা করা উচিত হয় না। অনুপলব্ধিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করলে একটি অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করা হয়। ইহা লাঘবনীতির বিরুদ্ধ। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে করণ বললে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করতে হয় না। সুতরাং এরূপ স্বীকার করাই সঙ্গত যে অনুপলব্ধি অধিকরণকারণ ও ইন্দ্রিয় করণরূপে অভাবপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে।

সুতরাং নৈয়ায়িক অভাব পদার্থের জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেন এবং অভাবের সাথে ইন্দ্রিয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাব সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। কিন্তু অভাব জ্ঞান বিষয়ে ভট্ট-মীমাংসকদের বক্তব্য এইরূপ: প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভাব পদার্থ গ্রহণে সক্ষম; অভাবের গ্রহণে অক্ষম। যেখানে অভাবের প্রত্যক্ষ হচ্ছে বলে মনে হয় বস্তুত তা প্রত্যক্ষ নয়। ঐ স্থলে অভাবের গ্রাহক অনুপলব্ধি নামক একটি অতিরিক্ত প্রমাণ অবশ্যস্বীকার্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অভাব প্রতীতির উৎপাদন করা কখনই সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষ আবশ্যক, তাঁদের ন্যায়বৈশেষিক স্বীকৃত 'বিশেষ্যবিশেষণভাব'কে অভাবগ্রাহক সন্নিকর্ষ বলে স্বীকার করা যেতে পারে না, বিশেষ্যবিশেষণভাব সম্বন্ধ নয়। সম্বন্ধের তিনটি পরিচয় আছে অর্থাৎ তিনটি পরিচায়কের দ্বারা সম্বন্ধ নির্ণীত হয়।

প্রথমতঃ, সম্বন্ধ দ্বিনিষ্ঠ হয়। দ্বিতীয়তঃ, সম্বন্ধ সম্বন্ধীদ্বয় থেকে ভিন্ন হয়। তৃতীয়তঃ, সম্বন্ধ এক হয়। এই তিনটির দ্বারা সংযোগ, সমবায়াদির সম্বন্ধত্ব সিদ্ধ হয়। এই তিনটির কোন একটি না থাকলে সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, যেমন - পুস্তকের সহিত হস্তের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। ঐ সংযোগ পুস্তক ও হস্ত উভয়ে আশ্রিত, পুস্তক ও হস্ত এই ~~উভয়~~ সম্বন্ধিদ্বয় হতে ভিন্ন। এবং ঐ সংযোগ এক হয়। এজন্য ঐ সংযোগকে সম্বন্ধ বলা হয়। ভাট্ট মীমাংসক বলেন এই সম্বন্ধের নিয়ামক ঐ তিনটি পরিচায়ক বিশেষ্যবিশেষণভাব অতিরিক্ত থাকতে পারে না, তাই বিশেষ্যবিশেষণভাবকে সম্বন্ধ বলা উচিৎ হবে না, বিশেষ্যবিশেষণভাব শব্দের দ্বারা একটি সম্বন্ধ বোধিত হতে পারে না, ভাব শব্দটি বিশেষ্য শব্দের উত্তর এবং বিশেষণ শব্দের উত্তর ~~[illegible]~~ অন্বিত হয় বলে বিশেষ্যভাব ও বিশেষণভাব এই দুটি সম্বন্ধ বোধিত হয়। বিশেষ্যভাব অর্থাৎ বিশেষ্যতা বিশেষণভাব অর্থাৎ বিশেষণতা। বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা ভিন্ন হওয়ায় বিশেষ্যবিশেষণ-ভাব এক হতে পারে না। বিশেষ্যতা বিশেষ্যে থাকে এবং বিশেষণতা বিশেষণে থাকে, ভিন্নাশ্রয়ে স্থিত হওয়ায় ঐ দুটিকে এক বলা সম্ভব নয়। বিশেষ্যতা কেবল বিশেষ্যে থাকে এবং বিশেষণতা কেবল বিশেষণে থাকে, বলে ঐ দুটিকে দ্বিনিষ্ঠ বলা যাবে না। বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা অতিরিক্ত

সম্বন্ধ নয় কিন্তু যথাক্রমে বিশেষ্য ও বিশেষণ স্বরূপ, একারণে ঐ দুটিকে সম্বন্ধীদ্বয় হতে ভিন্ন বলা যাবে না।

নৈয়ায়িক এর উত্তরে বলেন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভাবের সন্নিকর্ষ হয় না- তাঁদের এই বক্তব্য ঠিক নয়। বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা সন্নিকর্ষরূপে স্বীকার্য। নৈয়ায়িকেরা বলেন সম্বন্ধ যে সর্বদা সম্বন্ধী ভিন্ন হবে এমন কোন কথা নেই। স্বরূপ সম্বন্ধও একপ্রকার সম্বন্ধ। কোন বস্তুর স্বরূপই যখন সম্বন্ধরূপে কাজ করে তখন তাকে বলে স্বরূপ সম্বন্ধ। স্বরূপ সম্বন্ধ সম্বন্ধী ভিন্নও নয় আবার দ্বিনিষ্ঠও নয়। বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা সম্বন্ধ এরূপ স্বরূপ সম্বন্ধ। সুতরাং বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হতে পারে। অভাবের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এই সন্নিকর্ষই কাজ করে। চক্ষুর দ্বারা যখন ভূতলে ঘটাভাব প্রত্যক্ষ করি তখন প্রত্যক্ষের আকার হয় — 'ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল', তখন ভূতলের সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ সন্নিকর্ষ হয় এবং ঐ ভূতলে ঘটাভাব বিশেষণ সম্বন্ধে থাকায় ঘটাভাবের সঙ্গে চক্ষুর সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ ঘটে। ফলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। আবার প্রত্যক্ষটির আকার যদি হয় 'ভূতলস্থ ঘটাভাব' তবে ঘটাভাবের সঙ্গে চক্ষুর সংযুক্তবিশেষ্যতা স্বীকার করতে হবে। এক্ষেত্রে ভূতলের সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়েছে এবং ভূতলে ঘটাভাব আছে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে। সুতরাং ঘটাভাবের সঙ্গে চক্ষুর সংযুক্ত-বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষ হয়। অনুরূপে সংযুক্তসমবেত-

বিশেষ্যতা, সংযুক্ত সমবেত বিশেষণতা ইত্যাদি বিভিন্ন সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের ঘটতে পারে। অভাবটি যদি অধিকরণের বিশেষণরূপে প্রতীত হয় তাহলে অধিকরণের সঙ্গে যে সন্নিকর্ষ তার সঙ্গে বিশেষণতা কথাটি যোগ দিলে অভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাওয়া যাবে, আবার অভাবটি যদি অধিকরণের বিশেষ্যরূপে প্রতীত হয় তাহলে অধিকরণের সঙ্গে যে সন্নিকর্ষ তার সঙ্গে বিশেষ্যতা কথাটি যোগ দিলে অভাবের সঙ্গে সন্নিকর্ষ পাওয়া যাবে।

— o —